বিপন্ন মহেশখালীর প্যারাবন

উপকূলীয় কক্সবাজার জেলার চকোরিয়া, সুন্দরবনসহ বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এক সময় যেখানে ছিল লোনাপানির প্যারাবন, সেখানে এখন শুধুই চিংড়ি ঘের। মহেশখালী দ্বীপের চ্যানেল ও নদীনালা ধরে এবং ছোট ছোট চরে লাগানো যে প্যারাবন এতোদিন টিকে ছিল তাও এখন নির্বিচারে কেটে তৈরি করা হচ্ছে চিংড়ি ঘের। কক্সবাজার ঘুরে এসে পার্থ শঙ্কর সাহার প্রতিবেদন

যাচ্ছি সাগরদ্বীপ মহেশখালীর উত্তর-পশ্চিমে কোহেলিয়া নদী ধরে। ধলঘাটা পৌঁছানোর আগে কোহেলিয়ার পার ঘেঁষে নলবিলার পশ্চিমের চর। সেখানে শ'দুয়েক লোক মাটি কেটে তিন/চার ফুট উঁচু বাঁধ তৈরিতে ব্যস্ত। বিশাল এলাকা ঘিরে তৈরি করা কাদামাটির বাঁধের মাঝে সারি সারি লাগানো বাইন। স্পিড বোট থামিয়ে মাটি কাটা শ্রমিকদের জিজ্ঞেস করতেই তারা জানালো এখানে চিংড়ি ঘের তৈরি হচ্ছে। এলাকার প্রভাবশালী এনামুল হক ঘেরের মালিক। নিজেকে এনামের ছোট ভাই পরিচয় দিয়ে রেজাউল করিম জানালেন তারা ডিসি (রাজস্ব) অফিস থেকে ১০ একর জমিতে ঘের করার অনুমতি পেয়েছেন।

উত্তর নলবিলা কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ী ইউনিয়নের কাছাকাছি। জায়গাটি বন বিভাগের। স্থানীয় বন কর্মকর্তা দিলীপ কান্তি বড়ুয়া জানালেন, 'এটা অবৈধ দখল। রাজস্ব বিভাগ এখানে চিংড়ি ঘের করার অনুমতি দিয়ে থাকলে ভুল করেছে।' আর কক্সবাজারের আরডিসি সফিউল্লাহ বলেন, 'বন থাকলে চিংড়ি ঘের তৈরির অনুমতি কখনই দেয়া হয় না। যারা ওখানে কাজ করছে তারা অবৈধ দখলদার। বনবিভাগের উচিত দখলদারদের প্রতিরোধ করা।'

এ হলো কক্সবাজার জেলার মহেশখালীর বিস্তীর্ণ উপকূলীয় বনাঞ্চল ধ্বংস করে অবৈধভাবে চিংড়ি ঘের তৈরির একটি ঘটনা। এমন অবস্থা চলছে মহেশখালীর সর্বত্রই। আর চোখের সামনে বন উজার করে একের পর এক ঘের তৈরি হলেও এই সরকারি সম্পদ রক্ষায় নিয়োজিত বনবিভাগ ও রাজস্ব বিভাগ ব্যস্ত একে অপরের ঘারে দোষ চাপাতে।

চট্টগ্রাম উপকূলীয় বনবিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা শামসুল আজম জানিয়েছেন, মহেশখালী উপজেলার লাগানো ও প্রাকৃতিক বন মিলিয়ে বনবিভাগের নিয়ন্ত্রণে থাকা বনভূমির পরিমাণ ৩,২০০ হেক্টর। তিনি জানান, ১৯৬৫-৬৬ সাল থেকে উপকূলীয় অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ লাগানো শুরু হয়। মহেশখালী দ্বীপ এবং এর নিকটবর্তী অঞ্চলকে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা করতে লাগানো হয়েছিল এই ম্যানগ্রোভ বন। স্থানীয়ভাবে এটি 'প্যারাবন' নামে পরিচিত। এ বনের প্রধান বৃক্ষ বাইন। এছাড়া কেওড়া, গেওয়া এবং সুন্দরী গাছও রয়েছে এ বনে। সমুদ্রের জোয়ারভাটা আর স্যাঁতসেঁতে ভেজা মাটিতে বেড়ে ওঠা এসব গাছের শেকড় মাটি ধরে রাখতে সক্ষম।

১৯৯১-এর জলোচ্ছ্বাসে মহেশখালী উপজেলায় জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। স্থানীয় লোকজন জানান, এ সময় উপজেলার বেশিরভাগ অঞ্চল ছিল অরক্ষিত, বনের পরিমাণ ছিল খুবই কম। উপকূলীয় বনবিভাগ সূত্রে জানা যায়, '৯১-এর জলোচ্ছ্বাসের পর মহেশখালীর প্রায় সাড়ে ৭ হাজার একর জমিতে বনবিভাগ নতুন বন তৈরি করে।

বন তৈরির পর থেকেই প্রভাবশালী মহল এগুলো কেটে চিংড়ি ঘের তৈরির চেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু ২০০১-এর শেষ দিক থেকে মহেশখালী উপজেলায় প্যারাবন ধ্বংস এবং চিংড়ি ঘের তৈরি শুরু হয় ব্যাপকভাবে। স্থানীয় লোকজনের অভিযোগ, এই পাইকারীহারে বন ধ্বংস এবং চিংড়ি ঘের তৈরির সঙ্গে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জড়িত স্থানীয় সরকারদলীয় লোকজন।

'ইকোলোজিক্যাল ক্রিটিক্যাল জোন' সানাদিয়ার প্যারাবন ধ্বংস হলো পেট্রোল দিয়ে পুড়িয়ে

মহেশখালীর মূল ভূখন্ড থেকে সাগরের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া দ্বীপ সোনাদিয়া।

২০০১ সালের জাতীয় সাধারণ নির্বাচনের পর পরই এই সোনাদিয়ার ৩ হাজার একরেরও বেশি প্যারাবনের দিকে চোখ পড়ে চিংড়ি চাষীদের। গত বছরের (২০০২) জুন মাসে সোনাদিয়া খাল তীরবর্তী কুতুবজোম ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের প্রায় ৮০০ একরের প্যারাবন ধ্বংস করে তৈরি হয় চিংড়িঘের। স্থানীয় অধিবাসীরা জানালেন, মহেশখালীতে এটিই বন ধ্বংসের বড় ঘটনা। এই বন ধ্বংসের প্রক্রিয়াটিও ছিল অভিনব। চিংড়ি ঘেরের মালিকরা দ্রুত বন সাফ করার জন্য তা পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দেয়। স্থানীয় জনসাধারণ এবং বনবিভাগের কর্মকর্তাদের অভিযোগ, সোনাদিয়ার প্যারাবন ধ্বংস এবং চিংড়িঘের তৈরির সঙ্গে জড়িত স্থানীয় সংসদ সদস্য আলমগীর মোঃ মাহফুজউল্লাহ ফরিদ, তার ভাইপো হাবিবুল্লাহ, ভাগিনা নুরুল আলমসহ এমপির আরো অনেক আত্মীয়স্বজন। বনবিভাগ এ বন ধ্বংসের অভিযোগে এমপির ক'জন আত্মীয়সহ ২০০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। সোনাদিয়া মহেশখালী উপজেলার গোরকঘাটা রেঞ্জের অধীনে। রেঞ্জ কর্মকর্তা দীপু রঞ্জন বড়ুয়া জানালেন, মামলা করার পর এক বছরের বেশি সময় অতিবাহিত হলেও এখন পর্যন্ত ঐ মামলার কোনো অগ্রগতি হয়নি, গ্রেপ্তার হয়নি একজনও। সোনাদিয়ার প্যারাবন ধ্বংস নিয়ে স্থানীয় এবং জাতীয় পত্রিকায় অনেক প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তাতে ফল কিছুই হয়নি।

কুতুবজোমের চেয়ারম্যান কবির আহমেদ এই প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপকালে প্যারাবন ধ্বংস এবং এর সঙ্গে স্থানীয় এমপির সম্পৃক্ততার কথা বলেন। তিনি মনে করেন, সোনাদিয়ার বন কাটার পর এখন পুরো দ্বীপাঞ্চলের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন। উপকূলীয় বনবিভাগের সহকারী বন সংরক্ষক কামরুল হাসান বলেন, 'সোনাদিয়া প্রাকৃতিকভাবে খুবই স্পর্শকাতর একটি জায়গা। এটি সমগ্র মহেশখালী অঞ্চলের বর্ম হিসেবে কাজ করে। বন উজার হবার ফলে এই বর্ম এখন অকেজো হয়ে গেল। এখন বড় ধরনের কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ এলে মহেশখালীর অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়বে।'

সোনাদিয়ার প্যারাবন ধ্বংস এবং মামলার ব্যাপারে স্থানীয় সংসদ সদস্য আলমগীর মোঃ মাফুজউল্লাহ ফরিদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলে তিনি এই প্রতিবেদকের কাছে তার সঙ্গে কথা বলার কারণ জানতে চান। প্রতিবেদক কারণ ব্যাখ্যা করলে 'এটা এমপি সাহেবের নাম্বার না' বলে ফোনের সংযোগ কেটে দেন। দ্বিতীয়বার যোগাযোগ করা হলে একই কথা বলেন।

পরিবেশ মন্ত্রণালয় ১৯৯৯ সালে সোনাদিয়াকে 'ইকোলোজিক্যাল ক্রিটিক্যাল জোন' ঘোষণা করে। মহেশখালী দ্বীপের নিরাপত্তায় সোনাদিয়ার গুরুত্ব বিবেচনা করেই এ ঘোষণা দেয়া হয়। এই 'ক্রিটিক্যাল জোন'-এর নিরাপত্তা যারা বিঘ্নিত করলো তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা আজো কেন নেয়া হচ্ছে না এমন প্রশ্ন এলাকার অনেকের মুখে।

সোনাদিয়ার প্যারাবন ধ্বংসে এই এলাকায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছেন পরিবেশবিদরা। পরিবেশ কর্মী আনিসুজ্জামান খান বলেন, 'প্যারাবন ধ্বংস করার ফলে মহেশখালী দ্বীপে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। ১৯৯১-এর জলোচ্ছ্বাসে মহেশখালীর মূল ভূখন্ডে ক্ষতি কম হওয়ার কারণ তখন সোনাদিয়ায় বন ছিল। সোনাদিয়ায় বন না থাকার অর্থ সেখানকার মানুষ এখন সরাসরি দুর্যোগের মুখে।' সোনাদিয়া এবং মহেশখালীর বন ধ্বংসের ফলে নিরাপত্তার পাশাপাশি এ অঞ্চলের প্রাণবৈচিত্র্যের ওপরও হুমকি সৃষ্টি হয়েছে। আনিসুজ্জামান খান বললেন, 'মহেশখালী উপকূলীয় অঞ্চলে আগে বিরল প্রজাতির কাছিচোরা, বড় বক, হোয়াইক্যা ইত্যাদি পাখি দেখা যেত। বন ধ্বংসের ফলে এখন এগুলোর কিছুই প্রায় চোখে পড়ে না।'

শুধু সোনাদিয়ায় নয়, বন ধ্বংস চলছে সমগ্র মহেশখালী জুড়েই। মহেশখালীর প্যারাবন নিয়ে রিপোর্ট করার জন্য এই প্রতিবেদক গত বছরের (২০০২) অক্টোবর মাসে মহেশখালীর মাতারবাড়ী, ধলঘাটা, সোনাদিয়া, ঘটিভাঙাসহ বিভিন্ন এলাকায় যান। সে সময় ধলঘাটা জেটির দু'পাশ জুড়ে এই প্রতিবেদক ছোট ছোট গাছের ম্যানগ্রোভ বন দেখেছিলেন। এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে ঐ বন উধাও হয়ে বিশাল চিংড়ি ঘের তৈরি হয়েছে। ধলঘাটার জেটিতে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন জানালেন, এই ঘেরের মালিক মৌলভী আব্দুল মান্নান। পাশের ঘেরটি শাপলাপুরের চেয়ারম্যান আব্দুল খালেকের, যিনি মহেশখালী থানা বিএনপির নেতা। বনবিভাগ সূত্রে জানা গেল, গত (২০০২) বছরের ২৬ অক্টোবর এই বন উজারের কাজে বাধা দিতে গিয়ে তৎকালীন রেঞ্জ অফিসার লিয়াকত আলীসহ দু'জন বনকর্মী আহত হন। এ ব্যাপারে একটি মামলা দায়ের করা হলেও এ ব্যাপারে কোনো সুরাহা হয়নি, কাউকে গ্রেপ্তারও করা হয়নি।

চিংড়ি ঘেরের মালিকরা দ্রুত বন সাফ করার জন্য তা পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দেয়

তিনি জানালেন, মহেশখালী এলাকায় প্যারাবনে যদি বন আইনের ২০ ধারা বলবৎ করা হয় তবেই বন রক্ষা সম্ভব। এই ধারা বলে বনবিভাগের হাতে ন্যস্ত বন, সংরক্ষিত বন হিসেবে গণ্য করা হয়। তাই এখানে কারো প্রবেশাধিকার থাকে না। উপকূলীয় বনবিভাগের সহকারী বন সংরক্ষক কামরুল হাসান জানালেন, কক্সবাজার জেলায় বনবিভাগের দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা প্রায় ৪০০। আসামির সংখ্যা হাজারের কাছাকাছি। কিন্তু এসব মামলার বেশির ভাগেরই অগ্রগতি নেই। তার অভিযোগ, বিচারকার্যে ঢিলেমির জন্য অনেক অপরাধীই আইনের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যায়।

মহেশখালীর গোরকঘাটা রেঞ্জ অফিসার দীপু রঞ্জন বড়ুয়াসহ বনবিভাগের একাধিক কর্মকর্তা অভিযোগ করলেন, রাজস্ব বিভাগের অসাধু কর্মকর্তারা ইচ্ছেমতো তহশিলদারের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে জমির ডিসিআর কেটে দেন। আর রাজস্ব বিভাগের ডিসিআর কাটা থাকলে বর্তমানে জমির স্ট্যাটাস এমনই সেখানে বনবিভাগের কিছু করারও থাকে না।

তবে কক্সবাজারের আরডিসি সফিউল্লাহ এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে অভিহিত করলেন। তিনি বললেন, 'বিনা তদন্তে কোনো জমির ডিসিআর কাটার নজির নেই।' তিনি অভিযোগ করেন, বনবিভাগের কর্মকর্তারা মামলা করেন দারসারাভাবে, এতে মামলা দুর্বল হয়ে যায়। তাই আসামিদের কঠোর সাজা দেয়া যায় না।

মহেশখালীর প্যারাবন ধ্বংসের কোনো কার্যকর পদক্ষেপ না থাকায় স্থানীয় জনসাধারণ অসহায়। এই প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপকালে এলাকার বাসিন্দা কক্সবাজার জেলা জজকোর্টের আইনজীবী তোফায়েল আহমেদ বললেন '৯১-এর মতো ঝড় এসে হাজার হাজার মানুষ মারা যাওয়ার পর মহেশখালীর বন কাটা বন্ধ হবে। এর আগে আপনারা যতই লেখেন কিছুই করতে পারবেন না। বন কাটা চলবেই।'

পুরো কক্সবাজার জেলায় ম্যানগ্রোভ বন বলতে যা বোঝায় তার ছিটেফোঁটা কেবল টিকে আছে মহেশখালীর চারপাশে। জেলার অনন্য চকোরিয়া সুন্দরবন এখন ইতিহাস। সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে প্রধানত চিংড়ি চাষের কারণে। এলাকাবাসীর আশঙ্কা, মহেশখালীর অবশিষ্ট প্যারাবন সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হওয়া এখন শুধু সময়ের ব্যাপার।